উপদেষ্টা
ডঃ আমিনুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
ডঃ আব্দুস সাত্তার সৈয়দ
সহযোগী সম্পাদক
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
সম্পাদনা সহযোগী

□ শেখ এ. শাহীদ	□ আহমেদ হাসান
□ আনিক রায়	□ এইচ এস ফিরোজ
□ মহিদুল করিম	□ সমর রঞ্জন মিত্র
□ সিরাজুল ইসলাম	□ জান্নাতুল ফেরদৌস
□ দারবার হোসেন	□ শম্পা মাহমুদ
□ দিপ আফরোজা	□ আঃ ওয়াজেদ তমাল

বিদেশ প্রতিনিধি

তানভীর আহমেদ লেলিন	আমেরিকা
জামাল উদ্দীন মাহমুদ	আমেরিকা
ডঃ খান মনজুর-এ-খোদা	কানাডা
ডঃ এস মাহমুদ	বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অস্ট্রেলিয়া
এ,এস,এম, আশরাফুল হক	চীন
হারুনুর রশিদ	জাপান
আবুল কাশেম মিয়া	জাপান
এস, ব্যানার্জী	ভারত
আঃ নঃ মোঃ শামসুদ্দোহা	সিংগাপুর
মোঃ আহিদুর রহমান	মালয়েশিয়া
এস, এম, কামাল	সুইডেন
মোঃ হাফিযুর রহমান	হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ	মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ ঃ এম, এ, হক অনু
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২, ৮৬৩২৫৫ ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২
মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক
এম. এ. হক অনু
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
শিরীন আখতার
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
ফারজানা হামিদ
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২, ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২
ই-মেইল ঃ **comjagat@citechco.net**
অথবা **computer_jagat@bdnet.net**
কমপিউটার জগৎ বিবিএস ৮৬০৪৪৫, ৮৬৩৫২২

Editor : **S.A.B.M. Badruddoja**
Executive Editor :
Dr. Abdus Sattar Syed
Associate Editor :
Md. Tarequl Momen Chowdhury
Special Correspondent :
* **Kamal Arsalan** * **Mokammel Hossain**
Published by : **Nazma Kader**
146/1, Azimpur Road, Dhaka-1205.
Tel. : 866746, 505412,
Fax : 88-02- 862192
E-mail : **comjagat@citechco.net**

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আইটিএ এবং কিছু ভাবনা

বিশ্বের ক্রমপ্রসারমান তথ্য প্রযুক্তির সাথে তালমেলানোর জন্য দেরীতে হলেও বাংলাদেশ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। VSAT স্থাপনের মাধ্যমে তথ্যের মহাসরণীতে যুক্ত হওয়ার প্রয়াস তারই একটি উদাহরণ। তবে বারো কোটি মানুষ অধ্যুষিত এই ব-দ্বীপটিতে কমপিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তি আজো একটি পরম বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি কিংবা রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার কাজে কমপিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তি আজ প্রাণবাহী অক্সিজেনের মতোই অপরিহার্য। জীবনের প্রতিটি স্তরে কমপিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তির এই বহুমুখী ব্যবহারকে জনসাধারণের আরো কাছাকাছি আনার জন্য **কমপিউটার জগৎ** তার প্রকাশনার প্রথম সংখ্যা থেকেই উচ্চকণ্ঠে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। এ আবেদন জনগণের কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের তেমন একটা সচকিত করেনি। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা যখন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত, শিল্পোন্নত দেশের নেতারা সে সময় তথ্য প্রযুক্তির মতো শক্তিশালী শিল্পের প্রায়োগিক কৌশল নির্ধারণে রত। এ প্রসঙ্গে ম্যানিলায় সদ্য সমাপ্ত APEC (এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক ফোরাম) জোটভুক্ত ১৮টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনে আগামী ২০০০ সালে মধ্যে কমপিউটার, সফটওয়্যার, মেমরি চিপ এবং টেলিকম্যুনিকেশনের পণ্য সামগ্রীর ওপর থেকে ধাপে ধাপে কর মুক্তির কার্যক্রম সম্বলিত — 'ইনফরমেশন টেকনোলজি এগ্রিমেন্ট (আইটিএ)' প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রস্তাবটির পক্ষে জোর প্রচারণা শুরু করেন। উল্লেখ্য, তথ্য প্রযুক্তি আগামী দিনে বিশ্বের একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় শিল্প এবং বিশ্বে এখনই আইটি খাতে প্রায় ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থ লগ্নীকৃত আছে। আর এই খাতের ৬০ শতাংশ ব্যবসার মালিকানা যুক্তরাষ্ট্রের। এছাড়াও, এপেক শীর্ষ বৈঠকের আরেকটি সিদ্ধান্ত অনুসারে, ২০২০ সালের মধ্যেই এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি প্যাসিফিক রিম বা প্যাসিফিক বাণিজ্যবলয় গড়ে তোলা হবে, যে বলয়টি গোটা বিশ্বের ৪০ শতাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্ধেকের চাইতেও বেশি অর্থনৈতিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। মূলতঃ এই প্যাসিফিক রিমে প্রবেশের উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্র এপেক সম্মেলনে এতটা তৎপর ছিল। এপেক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে আইটি সেক্টরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য বিস্তার এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সহায়ক হবে। মানব কল্যাণের আড়ালে বাজার দখলের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এহেন প্রস্তাবে তাই এপেকভুক্ত উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রধানরা সতর্ক ও মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। ডিসেম্বর মাসেই সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য WTO (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন) কনফারেন্সে এই 'আইটিএ' চুক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে এবং সেই সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আমাদের মতো দেশের তথ্য প্রযুক্তিও এক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের তাই এখনই সচেতন হওয়া উচিত, যুক্তরাষ্ট্রের এই বাণিজ্যিক আগ্রাসন যেন দেশের আইটি শিল্পের শুরুতেই সম্ভাবনাকে ধ্বংস না করে ফেলে।

উল্লেখ্য, তথ্য প্রযুক্তির প্রসারে জন্য কমপিউটারের ওপর অবচয় (ডেপ্রিসিয়েশন) বাড়ানো এবং শুল্ক কমানো, বিশেষতঃ শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা শুল্কে কমপিউটার আমদানীর সুযোগ দানের পাশাপাশি দেশে তথ্য প্রযুক্তি শিল্প গড়ে তোলার জন্য **কমপিউটার জগৎ** বরাবরই সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, রাজনৈতিক মহলে এখনো এ ব্যাপারে কোন ফলপ্রসূ বক্তব্য উপস্থাপিত হয়নি। পার্শ্ববর্তী দেশের স্কুল-কলেজগুলো পর্যন্ত যখন ইন্টারনেটের আওতাভুক্ত হচ্ছে, সে সময় আমাদের দেশে এমনকি কোন 'জাতীয় আইটি পলিসি' পর্যন্ত তৈরি হয়নি। এ পশ্চাদপদতা আমাদের রাজনীতিবিদদের, নীতিনির্ধারকদের। এখনো তাঁরা যদি সচেতন না হন, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কমপিউটার শিল্প না গড়ে তোলেন এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগ উপযোগী আবহ তৈরীতে ব্যর্থ হন, তবে কয়েক বছরের ভেতরেই দেশে কেবল থাকবে আমেরিকা-জাপানের মত দেশের তৈরি চকচকে কমপিউটার পণ্য। আমরা টিকে থাকবো তথ্য প্রযুক্তির স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব-দ্বীপে পরনির্ভরশীল, পঙ্গু জাতি হিসেবে। এখনো সময় আছে, আসুন সবাই মিলে ঠেকাই এই অবশ্যম্ভাবী অমানিশা — স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে সূচনা করি প্রযুক্তির স্বাধীনতা সংগ্রাম। সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

বিশেষ ঘোষণা

সফটওয়্যার মেলা ও ডঃ মফিজ চৌধুরী স্মৃতি কমপিউটার কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

অল্প দিনের মধ্যেই সফটওয়্যার মেলা এবং ডঃ মফিজ চৌধুরী স্মৃতি কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে।

দেশে ব্যক্তিগত/প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্ভাবিত এবং বিদেশী নানা ধরনের সফটওয়্যারের এক আকর্ষণীয় সমাহার ঘটবে এ মেলায়।

বিস্তারিত জানতে ১৭ই ডিসেম্বরের পর যোগাযোগ করুন – ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬, ৫০৫৪১২

লেখক সম্পাদক ঃ □ মোঃ হাসান শহীদ □ সাদেকুল আজিজ □ এহসান মাসুদ □ ইকো আজহার □ শামীম আক্তার তুষার